সর্বজনকথা
রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক সংকলন
৪র্থ বর্ষ: ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল ২০১৮

সম্পাদক:
আনু মুহাম্মদ

প্রকাশক:
মোশাহিদা সুলতানা

নির্বাহী সম্পাদক:
কল্লোল মোস্তফা

সম্পাদনা পরিষদ:
স্বপন আদনান
আজফার হোসেন
তানজীমউদ্দিন খান
মোশাহিদা সুলতানা
মাহা মির্জা
সামিনা লুৎফা নিত্রা
অনুপম সৈকত শান্ত
মওদুদ রহমান
আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী

ব্যবস্থাপনা পরিষদ:
মিজানুর রহমান
মাহতাব উদ্দীন আহমেদ
আনহা এফ খান

নাম লিপি:
সব্যসাচী হাজরা

প্রুফ:
জাহাঙ্গীর আলম

অলংকরণ:
মোঃ এরশাদুল হক হৃদয়, মোঃ কৌশিক আহমেদ

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
কক্ষ নং ২০৫২, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: sarbojonkotha@gmail.com
ওয়েবসাইট: http://sarbojonkotha.wordpress.com

প্রকাশক কর্তৃক চিত্রকল্প, আলিজা টাওয়ার, ১১০, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ইমেইল : chitrakalpabd@gmail.com

দাম: ৬০ টাকা।

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ভূমিকা ০৩

বীর শহীদ পীরেন স্নালের রক্ত বলে যায় নিরন্তর সংগ্রামের কথা ০৪

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান: যে বিচ্যুতিগুলো এড়ানো যেত- ফিরোজ আহমেদ ০৮

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি: সরকারি উৎপীড়ন ও শিক্ষার্থী সক্রিয়তা -আনু মুহাম্মদ ১৭

না বাণিজ্য, না মানুষ- মারুফ বরকত ২৭

রোহিঙ্গা সংকট না সম্ভাবনা? রিফ্যুজি ও মানবাধিকার বিষয়ে আগামবেনের চিন্তার পর্যালোচনা- পারভেজ আলম ৩২

কুতুপালংয়ের সীমানা- মওদুদ রহমান ৩৭

চেরনোবিলের জবানবন্দি- সভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ ৪০

আমাদের রায় : পরমাণু বিদ্যুৎ বিষাক্ত, বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল- ভূমিকা ও ভাষান্তর : শোয়েব করিম ৪৪

রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প : আমাদের উদ্বেগসমূহ ৪৮

বাংলাদশের জ্বালানি খাতে 'কুড়াল মারা' নীতি এবং জনপ্রতিরোধ: একটি পর্যালোচনা- ওমর ফারুক ৫০

ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কতটা নিরাপদ-১ -এম ভি রামানা ও আশ্বিন কুমার ৫৬

মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৪- বিরঞ্জন রায় ৬১

ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইন- ২ -অনুপম সৈকত শান্ত ৬৬

নেপালের নির্বাচনে কমিউনিষ্টদের নিরঙ্কুশ বিজয় -বিজয় প্রসাদ ৭১

কয়েক মাসের খবর ৭৩

সম্পাদকীয় ভূমিকা

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকেরা একের পর এক ঢাকার রাস্তায় অবস্থান-অনশনে দিন সপ্তাহ-মাস পার করেছেন গত কিছুদিনে। তাঁদের দাবি নিজেদের অস্তিত্বের জন্য প্রধানত হলেও তা শিক্ষাখাতকে নৈরাজ্য থেকে উদ্ধারের লক্ষকেই হাজির করে। সকল নাগরিকের শিক্ষা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সর্বজন শিক্ষার ব্যবস্থার বিকাশই যে একমাত্র করণীয় সেই তাগিদই উপস্থিত হচ্ছে বারবার।

রাজপথে যখন শিক্ষকেরা অনশনে তখন শিক্ষার নৈরাজ্যের আরেকটি চিত্র প্রকাশিত হয়েছে সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন সরকারি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের তান্ডব প্রায় নিয়মিত ঘটনা। রড, চাপাতি, অস্ত্র নিয়ে তাদের ছবি নিয়মিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দলবদ্ধভাবে বিশ্বজিৎ ও জুবায়ের হত্যার পর আদালতের বিচারে ছাত্রলীগের অনেকের মৃত্যুদন্ড হলেও তাদের প্রায় সবাই পলাতক, দেশবিদেশে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছে। এই ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে সরকারের সকল পর্যায়ের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যেই খুন, চাঁদাবাজী, যৌন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও সন্ত্রাস আরও ভয়ংকর আকার নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদী সমাবেশ মিছিলের ওপর তাদের আক্রমণ চলছে। বর্তমান সংখ্যায় 'বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি: সরকারি উৎপীড়ন ও শিক্ষার্থী সক্রিয়তা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রবণতার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমে বেড়ে চলা সন্ত্রাসী পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার নানা রূপ ও সম্ভাবনাও পরীক্ষা করা হয়েছে এই লেখায়।

কয়েক খন্ডে 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান' বাংলা একাডেমির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। এর গুরুত্বের কারণেই প্রয়োজন এর মনোযোগী পাঠ। সেই মনোযোগী পাঠ থেকেই 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান : যে বিচ্যুতিগুলো এড়ানো যেত' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়।

২০০৪ সালের ৩রা জানুয়ারি মধুপুর শালবন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষার সংগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশ-বনরক্ষী-ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন পীরেন স্নাল। এরপর চলেশ রিছিল নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও অনেকে। সরকার বদলেছে কিন্তু বনপ্রাণ ধ্বংসের নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই পীরেনদের সংগ্রামও শেষ হয়নি। ২০১৮ সালের এই একই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিহত হলেন মিঠুন চাকমা। 'বীর শহীদ পীরেন স্নালের রক্ত বলে যায় নিরন্তর সংগ্রামের কথা' শীর্ষক লেখায় উন্নয়নের নামে বনগ্রাসী বিভিন্ন প্রকল্প আর সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে বনবাসী মানুষদের প্রতিরোধের কথা।

চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দুর্ঘটনার শিকার পাঁচশ' জনেরও বেশি মানুষের অভিজ্ঞতার বয়ান, যাঁদের মধ্যে ছিলেন অগ্নিনির্বাপণকারী, দুর্ঘটনাস্থল নিরাপদকারী দলের সদস্য, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, বিজ্ঞানীসহ নানা পেশার মানুষ, সেরকম একটি বইয়ে লেখক সভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ ক্ষতিগ্রস্তদের জবানিতে তুলে এনেছেন তাঁদের অতীত স্মৃতি আর চিরস্থায়ী ক্ষতের যন্ত্রণা। বইটিতে বর্ণিত কিছু অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বজনকথায় প্রকাশ করা হলো। এর পাশাপাশি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহতা নিয়ে একটি পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। বাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনকে 'জাতীয় গৌরবের বিষয়' হিসেবে প্রচার করে দেশকে এক ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এর বিরোধী কোনো আলোচনা বা প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত না হয় তার জন্য এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প : সমাধান না বিপদ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এই সভায় উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। এছাড়া ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে একটি লেখার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। সেইসাথে বাংলাদেশে 'জ্বালানি খাতে কুড়াল মারা নীতি'র একটি পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হলো।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য চেষ্টায় বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নতুন নতুন শৃঙ্খলে আটকে যাচ্ছে। তারই একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'না বাণিজ্য, না মানুষ' লেখায়।

রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে দুটি লেখা প্রকাশিত হলো। 'রোহিঙ্গা সংকট না সম্ভাবনা? রিফ্যুজি ও মানবাধিকার' লেখাটিতে আগামবেনের চিন্তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। 'কুতুপালংয়ের সীমানা' লেখায় সেখানকার শরণার্থী ক্যাম্পের মানুষদের জীবন ও ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে।

জেরুজালেম, উত্তর কোরিয়া সহ বিশ্বব্যাপী নানা ঘটনা ও সংকটের পর্যালোচনা খুব প্রয়োজনীয় ছিলো। কিন্তু স্থানাভাবে সেগুলো নিয়ে লেখা প্রকাশ করা গেলো না। দীর্ঘকাল লড়াই সংগ্রাম এবং সংবিধান সভার কাজ শেষে গত ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর ও ৭ ডিসেম্বর নেপালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট জোট নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের তাৎক্ষণিক একটি পর্যালোচনার অনুবাদ দেয়া হলো এই সংখ্যায়।

এছাড়া ধারাবাহিক লেখা 'মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৪' এবং 'ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইন:২' প্রকাশিত হলো। সেইসাথে সর্বজনকথা গত সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরের সারসংক্ষেপ থাকছে, যার মধ্যে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অর্থনীতির ধারাবাহিকতা দেখা যাবে।

গত ২৫ জানুয়ারি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী শওকত আলী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর সৃষ্টি এই লোকালয়ের মানুষ প্রকৃতি ও জীবনের অবিরাম প্রবাহের, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও লড়াইয়ের গাথা পৌঁছে দেবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে। আমরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আনু মুহাম্মদ
২৭ জানুয়ারি ২০১৮